11-12-2019 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো পরিবর্তনের যুগ, তোমাদের এখন কনিষ্ঠ থেকে উত্তম পুরুষ হতে হবে"

***প্রশ্নঃ -** বাবার সাথে - সাথে কোন্ বাচ্চাদের মহিমার গায়ন হয় ?*

***উত্তরঃ -** যারা টিচার হয়ে অনেকের কল্যাণ করার নিমিত্ত হয়, বাবার সাথে সাথে তাদের মহিমাও করা হয় । করণ - করাবনহার বাবা, বাচ্চাদের দিয়ে অনেকের কল্যাণ করান, তাই বাচ্চাদেরও মহিমা হয়ে যায় । বলে থাকে --- বাবা, অমুকে আমার উপরে খুব দয়া করেছে, যাতে আমরা কি থেকে কি হয়ে গেছি । টিচার হওয়া ছাড়া আশীর্বাদ পাওয়া যায় না ।*

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মিক সন্তানদের জিজ্ঞাসা করেন । তিনি বোঝানও আবার জিজ্ঞাসাও করেন । বাবাকে এখন বাচ্চারা জানতে পেরেছে । যদিও কেউ সর্বব্যাপীও বলে কিন্তু তার পূর্বে তো বাবাকে জানতে হবে, তাই না -- বাবা কে ? বাবাকে চিনে তারপর বলতে হবে যে, বাবার নিবাস স্থান কোথায় ? বাবাকে জানেই না তো তাঁর নিবাস স্থান কিভাবে জানবে ? বলে দেয়, তিনি তো নাম - রূপে পৃথক অর্থাৎ কোনো তিনি নেইই । তাহলে যে নেই, তাঁর থাকার জায়গা সম্বন্ধে কিভাবে চিন্তা করা যেতে পারে ? বাচ্চারা, একথা তোমরা এখনই জানো । বাবা তো প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তারপর তাঁর থাকার স্থান সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন । বাবা বলেন, আমি তোমাদের এই রথের সাহায্যে পরিচয় দিতে এসেছি । আমি তোমাদের সকলেরই পিতা, যাঁকে পরমপিতা বলা হয় । আত্মাকে কেউই জানে না । বাবার নাম - রূপ - দেশ - কাল যদি না থাকে তাহলে বাচ্চারা কোথা থেকে আসবে ? বাবাই যদি নাম - রূপের থেকে পৃথক থাকেন, তাহলে বাচ্চারা কোথা থেকে আসবে ? বাচ্চারা যখন আছে, তখন অবশ্যই বাবাও আছেন । তাই একথা সিদ্ধ (প্রমাণিত) হয় যে, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক নন । বাচ্চাদেরও নাম - রূপ আছে । সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন । আকাশ সূক্ষ্ম হলেও তার নাম তো আকাশ, তাই না । যেমন এই মহাশূন্য সূক্ষ্ম, তেমনই বাবাও খুবই সূক্ষ্ম । বাচ্চারা বর্ণনা করে, এ এক আশ্চর্য তারা, যিনি এনার মধ্যেও প্রবেশ করেন, যাঁকে আত্মা বলা হয় । বাবা তো থাকেন পরমধামে, সে হলো তাঁর থাকার স্থান । উপরে তো দৃষ্টি যায়, তাই না । আঙ্গুল দিয়ে উপরে ইশারা করে মানুষ স্মরণ করে । তাহলে যাঁকে স্মরণ করে, সে নিশ্চই কোনো বস্তু নয় । পরমপিতা, পরমাত্মা তো বলা হয়, তাই না । তাও নাম - রূপ থেকে পৃথক বলা - একে অজ্ঞান বলা হয় । বাবাকে জানা, একে জ্ঞান বলা হয় । তোমরা এও বুঝতে পারো, যে আমরা পূর্বে অজ্ঞানী ছিলাম । বাবাকেও জানতাম না আর নিজেদেরও জানতাম না । এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা আত্মা, শরীর নই । আত্মাকে অবিনাশী বলা হয়, তাহলে অবশ্যই কোনো জিনিস, তাই না । অবিনাশী কোনো নাম নয় । অবিনাশী অর্থাৎ যাঁর বিনাশ হয় না । তাহলে অবশ্যই কোনো বস্তু । বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, যাদের বাচ্চা - বাচ্চা বলা হয়, সেই আত্মারা হলো অবিনাশী । একথা আত্মাদের বাবা পরমপিতা, পরমাত্মা বসে বোঝান । এই খেলা একইবার হয়, যখন বাবা এসে বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন । তিনি বলেন, আমিও অভিনেতা । আমি কিভাবে অভিনয় করি, একথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তিনি পতিত আত্মাদের নতুন পবিত্র বানান, তাই তোমরা ওখানে শরীরও ফুলের মতো পাও । একথা তো বুদ্ধিতে আছে, তাই না ।

তোমরা এখন বাবা - বাবা বলছো, এই অভিনয় তো এখন চলছে, তাই না । আত্মা বলে বাবা এসেছে - আমাদের মতো বাচ্চাদের শান্তিধামে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য । শান্তিধামের পরে হলো সুখধাম । শান্তিধামের পর দুঃখধাম হতে পারে না । নতুন দুনিয়াতে সুখই সুখ বলা হয় । এই দেবী - দেবতারা যদি চৈতন্য হয়, আর এদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কোথায় থাকতে, তাহলে বলবে , আমরা স্বর্গের অধিবাসী । এখন এই জড় মূর্তিরা তো তা বলতে পারবে না । তোমরা তো বলতে পারো, আমরা তো প্রকৃতপক্ষে স্বর্গে থাকা দেবী - দেবতা ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্মের চক্র অতিক্রম করে এখন সঙ্গম যুগে এসেছি । এ হলো পরিবর্তন হওয়ার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । বাচ্চারা জানে যে, আমরা অনেক উত্তম পুরুষ হই । আমরা প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর সতোপ্রধান তৈরী হই । সতোপ্রধানও নম্বর অনুসারেই বলা হবে । তাই এই সম্পূর্ণ পার্ট আত্মাই পেয়েছে । অহম আত্মা অর্থাৎ আমি আত্মা - এই পার্ট পেয়েছি । আমি আত্মাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করি । আমি আত্মা উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারী সর্বদা পুত্রই হয়, কন্যা নয় । তাই এখন বাচ্চারা, একথা তোমাদের পাক্কা বুঝতে হবে যে, আমরা সকল আত্মাই হলাম পুরুষ । সকলেই অসীম জগতের পিতার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার পায় । লৌকিক জগতের বাবার কাছে কেবল পুত্ররাই উত্তরাধিকার পায়, পুত্রীরা নয় । এমনও নয় যে আত্মা সর্বদা নারীই হয় ।

বাবা বোঝান যে, তোমরা আত্মারা কখনো পুরুষ কখনো মহিলা শরীর ধারণ করো । এখন তোমরা সকলেই আত্মা পুরুষ । সব আত্মারাই এক বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পায় । সব বাচ্চারাই এখন বাচ্চা । সকলের বাবা হলেন এক । বাবাও বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা সকলেই পুরুষ । আমার আত্মিক সন্তান তোমরা । তবুও এই অভিনয় করার জন্য পুরুষ - মহিলা দুইই চাই । তখনই মনুষ্য সৃষ্টির বৃদ্ধি সম্ভব । এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । যদিও বলে থাকে - আমরা সবাই ভাই - ভাই, তবুও বুঝতে পারে না ।

তোমরা এখন বলো, বাবা আমরা অনেকবার তোমার থেকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছি । একথা আত্মার দৃঢ় হয়ে যায় । আত্মা অবশ্যই তার বাবাকে স্মরণ করে - ও বাবা, দয়া করো । বাবা এখন তুমি এসো, আমরা সকলেই তোমার সন্তান হবো । দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমরা আত্মারা তোমাকেই স্মরণ করবো । বাবা বুঝিয়েছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে, আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । বাবার থেকে আমরা কিভাবে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাই, আর প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমরা কিভাবে দেবতায় পরিণত হই, এও তো জানা চাই, তাই না । স্বর্গের উত্তরাধিকার কার থেকে পাওয়া যায়, এ তোমরা এখনই বুঝতে পারো । বাবা তো স্বর্গবাসী নন, তিনি বাচ্চাদেরই স্বর্গবাসী করেন । তিনি নিজেই নরকে আসেন, তোমরাও বাবাকে এই নরকেই ডাকো, যখন তোমরা তমঃপ্রধান হও । এ তো তমঃপ্রধান দুনিয়া, তাই না । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন এনার রাজ্য ছিলো, তখন এই দুনিয়া সতোপ্রধান ছিলো । এই কথা, এই ঈশ্বরীয় পড়া, এখনই তোমরা জানতে পারো । এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া । এ কথা বলা হয় যে, মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না -- বাচ্চা হলে আর উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে, বাবা বলেন, তোমরা সমস্ত আত্মারা আমার সন্তান । তোমাদের আমি অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করি । তোমরা হলে ভাই - ভাই, তোমাদের থাকার জায়গা মূলবতন বা নির্বাণধাম, যাকে নিরাকারী দুনিয়াও বলা হয় । সমস্ত আত্মারাই সেখানে থাকে । এই সূর্য - চন্দ্রের থেকেও ওপারে তোমাদের সুইট সাইলেন্স ঘর আছে, কিন্তু ওখানে তো তোমরা একেবারেই থেকে যাবে না । ওখানে থেকে গিয়ে কি করবে ? সে তো জড় অবস্থা হয়ে যাবে । আত্মা যখন অভিনয় করে, তখনই চৈতন্য বলা হয় । আত্মা চৈতন্য কিন্তু অভিনয় না করলে তো জড় হয়ে গেলো, তাই না । তোমরা যদি এখানে দাঁড়িয়ে পড়ো, হাত - পা না চালাও তাহলে জড় হয়ে গেলে, তাই না । ওখানে তো শান্তি স্বাভাবিক থাকে, আত্মারা যেমন জড় অবস্থায় থাকে । কিছুই অভিনয় করে না ওখানে । শোভা তো এই অভিনয়েরই, তাই না । শান্তিধামে কি শোভা থাকবে ? আত্মা সুখ - দুঃখের বাসনার ঊর্ধ্বে থাকে । ওখানে কোনো অভিনয়ই করে না তো ওখানে থেকে কি লাভ ? প্রথম - প্রথম সুখের অভিনয় করতে হবে । প্রত্যেকেই প্রথম থেকে চরিত্র পেয়ে গেছে । কেউ বলে, আমার তো মোক্ষ চাই । জলের বুদবুদে মিশে গেলাম, যেন আত্মা নেই । কোনো পার্ট না করলে তো জড় বলা হবে । চৈতন্য হওয়া সত্ত্বেও যদি জড় হয়ে পড়ে থাকে তাহলে কি লাভ ? সবাইকেই তো অভিনয় করতে হবে । হিরো - হিরোইনের অভিনয়কেই মূখ্য বলা হয় । বাচ্চারা, তোমরা হিরো - হিরোইনের পদবী পাও । আত্মা এখানে অভিনয় করে । প্রথমে সুখের রাজ্যে অভিনয় করে পরে রাবণের দুঃখের রাজ্যে যায় । বাবা এখন বলেন, বাচ্চারা, তোমরা সবাইকে এই খবর দাও । টিচার হয়ে অন্যদেরও বোঝাও । যারা টিচার হয় না, তাদের পদ কম হবে । টিচার হওয়া ছাড়া কার আশীর্বাদ কিভাবে পাবে ? কাউকে অর্থ দিলে, খুশী তো হয়, তাই না । মনে মনে ভাবে বি.কে আমাদের কতো দয়া করছে, যে আমাদের কি থেকে কি তৈরী করছে । এমনিতে তো এক বাবারই মহিমা করে -- বাঃ বাবা, তুমি এই বাচ্চাদের দ্বারা আমাদের কতো কল্যাণ করো । কারোর দ্বারা তো হয়, তাই না । বাবা হলেন করণকরালনহার, তিনি তোমাদের দ্বারা করান । তোমাদেরও কল্যাণ হয় । তোমরা আবার অন্যদের কলম লাগাও । যে যতটা সেবা করে, সে তত উঁচু পদ পায় । রাজা হতে গেলে প্রজাও তো তৈরী করতে হবে । এরপর যে ভালো নম্বরে আসে, সেও রাজা হয় । মালা তো তৈরী হয়, তাই না । নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, আমরা মালায় কতো নম্বরে আসবো ? নয় রত্ন তো মূখ্য, তাই না । মাঝে যিনি হীরে তৈরী করেন । হীরেকে মাঝে রাখেন । মালার উপরে তো ফুলও আছে তাই না । অন্তিম সময়ে তোমরা জানতে পারবে, কে মূখ্য দানা হবে, যে এই সাম্রাজ্যে আসবে । পরের দিকে তোমাদের অবশ্যই সব সাক্ষাৎকার হবে । তোমরা দেখাবে, কিভাবে এরা সব সাজা ভোগ করে । শুরুতে দিব্য দৃষ্টিতে তোমরা সূক্ষ্মবতনে দেখতে । এও গুপ্ত । আত্মা কোথায় সাজা ভোগ করে -- এই পার্টও এই নাটকেই আছে । গর্ভ জেলে আত্মা সাজা ভোগ করে । জেলে ধর্মরাজকে দেখে, তখন বলে বাইরে বের করো । রোগ ইত্যাদি হয়, সেও কর্মের হিসাব, তাই না । এ সবই বোঝার মতো কথা । বাবা তো সঠিক কথাই শোনাবেন, তাই না । এখন তোমরা সেই সঠিক তৈরী হও । সঠিক তাদেরই বলা হয় যারা বাবার থেকে অনেক শক্তি সঞ্চয় করে । তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও, তাই না । তোমাদের কতো শক্তি থাকে । হাঙ্গামা ইত্যাদি কোনো কথাই নেই । শক্তি কম হলে কতো হাঙ্গামা হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য শক্তি পাও । তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । তোমরা একরকম শক্তি পেতে পারো না আর একরকম পদও পেতে পারো না । এও প্রথম থেকেই নাটকে নিহিত আছে । এই অনাদি ড্রামায় নিহিত আছে । কেউ কেউ পরের দিকে আসে, এক বা দুই জন্ম

নেয় তারপর শরীর ত্যাগ করে । দীপাবলীতে যেমন মশা রাতে জন্ম নেয় আবার সকালে মরে যায় । এ তো অগুণতি হয় । মানুষের তো তবুও গণনা হয় । প্রথমদিকে যে আত্মারা আসে, তাদের আয়ু কতো বেশী থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমরা কতো বেশী আয়ু পাবো । তোমরা এই সৃষ্টিচক্রে সম্পূর্ণ অভিনয় করো । বাবা তোমাদেরই বোঝান যে, তোমরা কিভাবে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রে অভিনয় করো । এই ঈশ্বরীয় পাঠ অনুসারে উপর থেকে তোমরা আসো অভিনয় করতে । তোমাদের এই পাঠ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য । বাবা বলেন, আমি তোমাদের অনেকবার পড়াই । এই পাঠ অবিনাশী হয়ে যায় । অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করো । ওই বিনাশী পাঠে অল্পকালের জন্য সুখ ভোগ করা যায় । এখন কেউ যদি ব্যারিস্টার হয় তাহলে আবার পরের কল্পে ব্যারিস্টার হবে । এও তোমরা জানো যে - সকলের যেমন পার্ট, তাই কল্প - কল্প হতে থাকবে । দেবতা হোক বা শূদ্র, প্রত্যেকের অভিনয় তেমনই হয় যা কল্প - কল্প হতে থাকে । এতে কোনো তফাৎ হতে পারে না । প্রত্যেকেই নিজের অভিনয় করতে থাকে । এ সম্পূর্ণ এক বানানো খেলা । মানুষ জিজ্ঞেস করে পুরুষার্থ বড় নাকি প্রালব্ধ ? এখন পুরুষার্থ ছাড়া তো প্রালব্ধ লাভ সম্ভব নয় । নাটকের নিয়ম অনুসারে পুরুষার্থের দ্বারাই প্রালব্ধ লাভ করা যায় । তাই সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই নাটকের উপরই এসে যায় । কেউ পুরুষার্থ করে, কেউ আবার করে না । যদিও এখানে আসে, তবুও পুরুষার্থ না করলে প্রালব্ধ লাভ সম্ভব নয় । সম্পূর্ণ দুনিয়াতে যে নিয়মই চলে, সবই এই নাটকে বানানো আছে । আত্মার মধ্যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রথম থেকেই এই অভিনয় লিপিবদ্ধ আছে । তোমাদের আত্মার মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের পার্ট আছে, যেমন কখনো হীরে তুল্য হয়, কখনো আবার কড়ি তুল্য । এই সব কথা তোমরা এখনই জানতে পারো । স্কুলে যদি কেউ ফেল করে তখন তাকে বুদ্ধিহীন বলা হবে । ধারণা না হলে একে নানা ধরণের ঝাড় বা বৃক্ষ অথবা নানা ধরণের চরিত্র বলা হয় । এই নানা ধরণের ঝাড়ের জ্ঞান বাবাই বোঝান । তিনি কল্পবৃক্ষের উপরও বোঝান । বটবৃক্ষকে এর উদাহরণ হিসাবে বোঝানো হয়েছে । এর শাখাপ্রশাখার অনেক বিস্তার হয় ।

বাচ্চারা বুঝতে পারে, আমাদের আত্মা হলো অবিনাশী, এই শরীর তো বিনাশ হয়ে যাবে । আত্মাই ধারণা অর্জন করে, আত্মাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, এই শরীর তো পরিবর্তন হয় । আত্মা একই থাকে, আত্মাই ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে অভিনয় করে । এ তো নতুন কথা, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা এখন এই জ্ঞান পেয়েছো । পূর্ব কল্পেও এইভাবেই বুঝতে পেরেছিলে । বাবা এই ভারতেই আসেন ।

তোমরা সবাইকে খবর দিতে থাকো, এমন কেউই থাকবে না যে এই খবর পাবেনা । খবর পাওয়া সকলেরই অধিকার । তারপর বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারও নেবে । তারা কিছু তো শুনবেই, কারণ তারাও যে বাবার সন্তান । বাবা বোঝান যে - আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা । আমার কাছ থেকে তোমরা এই রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকে জেনে এই পদ পাও, বাকি সবাই মুক্তিতে চলে যায় । বাবা তো সকলেরই সদগতি করান । মানুষ গান করে -- আহা বাবা, তোমার লীলা - কি লীলা ? কেমন লীলা? এ হলো পুরানো দুনিয়া পরিবর্তনের লীলা । এ কথা তো জানা উচিত, তাই না । মানুষই তো জানবে, তাই না । বাচ্চারা, বাবা এসেই তোমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলেন । বাবা হলেন পূর্ণ জ্ঞানী । তোমাদেরও তিনি পূর্ণ জ্ঞানী তৈরি করেন । নম্বর অনুসারেই তোমরা এমন তৈরি হও । যারা স্কলারশিপ নেবে তাদের পূর্ণ জ্ঞানী বলা হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি, হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সদা এই স্মৃতিতে থাকতে হবে যে, আমরা আত্মারা হলাম পুরুষ, আমাদের বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । মানুষ থেকে দেবতা হবার পাঠ পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে ।

২) সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যা অভিনয় চলছে, তা সবই বানানো নাটক, এতে পুরুষার্থ আর প্রালব্ধ দুইই লিপিবদ্ধ আছে । পুরুষার্থ ছাড়া প্রালব্ধ লাভ সম্ভব নয়, এই কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে ।

বরদানঃ- পবিত্রতার গুহ্যতাকে জেনে জ্ঞান - সুখ - শান্তি সম্পন্ন হওয়া মহান আত্মা ভব*

পবিত্রতার শক্তির গুরুত্বকে বুঝে এখন থেকেই পবিত্র অর্থাৎ পূজ্য দেবাত্মা হও । এমন নয় যে অন্তিম সময়ে হয়ে যাবে । এ হলো দীর্ঘদিনের জমা হওয়া শক্তি যা অন্তিম সময়ে কাজে আসবে । পবিত্র হওয়া কোনো সাধারণ কথা নয় । ব্রহ্মচারী থাকে, পবিত্র হয়ে গেছে, কিন্তু পবিত্রতা হলো জননী, সঙ্কল্পই হোক, বৃত্তি,

বায়ুমণ্ডল বা বাণীই হোক, সম্পর্কে সুখ - শান্তির জননী হওয়া -- একেই বলা হয় মহান আত্মা।

স্লোগানঃ- উচ্চ স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্ব আত্মাদের দয়ার দৃষ্টি দান করো, ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও ।*